তারিখ 04 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সমকাল

জাবি উপাচার্যকে ছাত্রলীগের আলটিমেটাম

■ জাবি প্রতিনিধি

নিয়োগপত্র পেয়েও ছাত্রলীগের এক নেতা কাজে যোগ দিতে না পারায় উপাচার্যকে দুই দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে জাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি এবং সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে দেড় শতাধিক নেতাকর্মী উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই সময়সীমা বেঁধে দেন।

গত ১৩ জুলাই জাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপুকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে এবং আরও পাঁচজনকে উপাচার্য নিজ ক্ষমতাবলে 'অ্যাডহক ভিত্তিতে' প্রশাসনের নানা পদে নিয়োগ দেন। এরমধ্যে পাঁচজন গতকাল সোমবার থেকে কাজে যোগ দিতে পারলেও বিএনপি এবং আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের বড় একটি অংশের বিরোধিতার মুখে ফয়সাল হোসেন দীপু কাজে যোগ দিতে পারেননি।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল ১১টা থেকেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপাচার্যের কার্যালয়ে জড়ো হতে থাকেন। সে সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কাজে যোগদানের অনুমতি দিতে ৩০ মিনিটের সময় দেন। এরপর দুপুর দেড়টার দিকে তারা আবারও উপাচার্যের কক্ষে প্রবেশ করে প্রায় একঘণ্টা অবস্থান করেন। আলোচনার পর আগামী বুধবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন ছাত্রলীগ নেতারা।

ঘটনার সময় উপস্থিত প্রক্টর টিমের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু বলেন, বিরোধিতাকারী 'আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সঙ্গে উপাচার্য আমাদের আলোচনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।' ফয়সাল বলেন, তিনি শিক্ষক রাজনীতির শিকার। আলটিমেটাম সম্বন্ধে তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি।